The Faculty Journal of Arts, Rajshahi University
Special Volume-7 on **Issues Around Pedagogy: Teaching-Learning Strategies in Arts & Humanities for the 21st Century**, **3rd International Conference**, 25-26 June 2025, ISSN 1813-0402

জালালে আলে আহমাদ-এর *'মুদিরে মাদ্‌রেসে'* উপন্যাস: শিক্ষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ

[The Novel Mudire Madrasah (Headmaster): An Analysis in the Light of Pedagogy]

Md. Kamal Hossain
Lecturer, Department of Persian Language & Literature, University of Rajshahi, Rajshahi-6205, Bangaldesh

ARTICLE INFORMATION

The Faculty Journal of Arts
Rajshahi University
Special Volume-7
ISSN: 1813-0402 (Print)

Received : 26 February 2025
Received in revised: 15 April 2025
Accepted: 16 March 2025
Published: 25 October 2025

Keywords:
Headmaster, Education System, Pedagogy, Novel, Master, Society, Learners, School, Satire.

ABSTRACT

Mudire Madrasah is one of the most widely read and acclaimed novels by Jalal Al-e-Ahmad. Its influence extends beyond national borders, having been translated into several foreign languages. The novel narrates a year in the life of a headmaster, which can be interpreted as a semi-autobiographical reflection of a life in service to education. It highlights how other teachers often become indifferent to student's futures and depicts a prevailing belief among assistant teachers that too much knowledge could overwhelm students. While the headmaster spires to reform through dedication and vision, the assistants dream of a comfortable and effortless professional life. Originally published in 1337 in the Persian calendar (1958 CE), this novel brought greater recognition to Al-e-Ahmad as a political writer. He critiques and satirizes the Iranian education system, exposing its flaws through the lens of pedagogy. Themes such as learning, the responsibilities of teachers, student ethics, and institutional accountability are explored. Although traditional educational methods are described, alternative perspectives are also presented. This article will analyze the pedagogical dimensions represented in the novel, examine how they are portrayed, and discuss what kinds of teaching methodologies are necessary for today's educational challenges.

ভূমিকা

আধুনিক ফারসি কথাসাহিত্যে জালালে আলে আহমাদের *মুদিরে মাদ্‌রেসে* এক আলোড়ন সৃষ্টিকারী উপন্যাস। সমকালীন ইরানের শিক্ষাব্যবস্থান স্বরূপ প্রকাশ্য হয়ে ওঠে এই উপন্যাসে। ১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দে রচিত এই উপন্যাসে সমকালীন ইরানের আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাব্যবস্থার চিত্র ফুটে ওঠে। তদানীন্তন শিক্ষাব্যবস্থা এবং তার সঙ্গে সম্পর্কিত সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামোর প্রতি এক তীব্র সমালোচনা গ্রন্থ *মুদিরে মাদ্‌রেসে*। এটি শুধু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভেতরের কার্যক্রম বা প্রধান শিক্ষকের দৃষ্টিকোণ থেকেই রচিত নয়; বরং সমাজের আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িত প্রশাসনিক দুর্নীতি, রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ এবং শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত মানবিক সংকটের বাস্তবতারও সচিত্র প্রতিবেদন। লেখক তার উপন্যাসে প্রদর্শন করেছেন কিভাবে শিক্ষাব্যবস্থা প্রশাসনিক চাপ, আমলাতন্ত্র এবং রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে শিক্ষক নিজের আদর্শিক উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হয়। ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দে আগস্ট মাসে সামরিক অভ্যুত্থান এবং কোম্পানিগুলোর বিজয়ের ফলে পুনরায় সমাজের সর্বস্তরে মুক্তমনা মানুষদের বাধ্যতামূলক যে নীরবতার উদ্ভব হয় বা নিজেকে গুটিয়ে নেয়ার যে নিরন্তর চেষ্টা সমাজের তার নানাদিক বিধৃত হয়। ইরানের জনগণের আশা-উদ্দীপনা নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার বছরগুলোর গল্প এবং এই গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র প্রধান শিক্ষক এমন এক চিন্তাচেতনার ধারক; যার আদর্শিক অবস্থান ও ভাবনাগুলো ভুল, এমনকি অকার্যকর হয়ে গেছে এবং সামরিক অভ্যুত্থান তার শেষ শক্তি ও আশাটাও কেড়ে নিয়েছে। যার ফলে সে সমাজ থেকে হাত-পা গুটিয়ে নিজেকে আড়াল করতে চায়। এমনি প্রেক্ষাপটে আলে আহমদ রচনা করেন *মুদিরে মাদ্‌রেসে* উপন্যাসটি।

জালালে আলে আহমাদের জীবন ও সাহিত্যিককর্ম

জালালে আলে আহমাদ এর মূল নাম জালাল উদ্দিন সাদাত আলে আহমদ। তিনি ছিলেন আধুনিক ইরানি গদ্যসাহিত্যিক এবং সমাজবিজ্ঞানী। ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে সালে পুরোনো তেহরানের সাইয়্যেদ নাসিরুদ্দিন মহল্লায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। ধর্মীয় পরিবেশে বেড়ে উঠলেও পরবর্তী জীবনে তিনি মুক্তমনা হিসেবে নিজেকে মেলে ধরেন। তাঁর রচনায় এর তার জীবনবোধের স্বাক্ষর স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ১৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ইরানের বাম ঘরানার সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন 'তুদেহ পার্টি'-তে যোগদান করেন। তার স্ত্রী সীমিন দানেশভারও একজন বিখ্যাত সাহিত্যিক। বিষয়ের কারণ অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণভিত্তিক বাস্তববাদী প্রতীকী চরিত্র বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি অতুলনীয়। তার গদ্যসাহিত্য বিশেষ করে উপন্যাসে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামত পরিলক্ষিত হয়। তিনি প্রধানত সমাজের খেটে খাওয়া মানুষের জীবন, সমাজে

অবিচার, সাংস্কৃতিক সংকট, শিক্ষা ব্যবস্থার অসঙ্গতি এবং রাজনৈতিক অস্থিরতার বিষয়ে লেখালেখি করেছেন। তাঁর সাহিত্য জীবন ছিল রাজনৈতিক, সমাজতান্ত্রিক ও মানবিক চেতনাবোধ দ্বারা প্রভাবিত। তাঁর অন্য অনেক সাহিত্যকর্মের মতো '*মুদিরে মাদরেসে*' ও এই ধরনের মূল্যবোধের প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। এ উপন্যাসটি তার অন্য সাহিত্যকর্মের মতোই বিশ শতকের চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকের সময়কালের ইরানি সমাজের শিক্ষা ব্যবস্থা এবং প্রশাসনিক অবস্থা নিয়ে গভীর প্রশ্ন তুলেছে।

«در نثر آل احمد مشخص تر است و حتی خود او می گوید که سعی کرد ایجاز زبان گلستان سعدی و خواجه عبد الله انصاری را پالوده از صنایع لفظی به شعر پیوند زند.»[১]

'আলে আহমদের গদ্য সহজেই অনুমেয় এমনকি তিনি নিজে উক্ত করেছেন যে, তিনি সা'দির গুলিস্তান ও খাজা আবদুল্লাহ আনসারীর ভাষাকে মিশ্রন করেছেন এবং গদ্যে পদ্যের আবহ তৈরি করেছেন'

আলে আহমদ ইস্পাহানের আঞ্চলিক ভাষার মিশ্রণ ঘটিয়ে পাঠককে আরো আকৃষ্ট করেছেন। বর্ণনাভঙ্গি এমনভাবে টেনে গেছেন যেন পাঠক পরবর্তী ঘটনার জন্য মুখিয়ে থাকে। যে সমাজে প্রকাশ্যে শাসন ব্যবস্থা বা এস্টাবলিস্টমেন্টের বিরুদ্ধে কথা বলা যায়না সেখানে স্যাটায়ার যে কত বড় প্রতিবাদ হয়ে উঠতে পারে তার একট প্রকৃষ্ট উদাহরণ দেখতে পাই আমরা *মুদিরে মাদ্‌রেসে* উপন্যাসে।

«تمام داستان مدیر مدرسه به زبان مکالمه و محاوره و گفت و شنود و به قول اصفهانی ها اختلاط نوشته شده : شیرین و دلنشین است و دارای چنان سرعت و ایجاز و به قدری آمیخته با طعن و طنز و شوخی و مضمون و مزاح است که می توان آن را انشای کاریکاتوری خواند.»[২]

'*মুদিরে মাদ্‌রেসে* সমগ্র উপন্যাসে কথ্য ও কথপোকথনের ভাষায় বর্ণণা করা হয়েছে যেখানে ইস্পাহানের আঞ্চলিক ভাষা মিশ্রিত আছে যা অনেক মিষ্ট ও শ্রুতিমধুর। যা সংক্ষিপ্ত ও সারমর্ম আকারে বর্ণিত যার মধ্যে হাসি ঠাট্টা ও কমেডি ধাচের এবং ব্যঙ্গচিত্র হিসেবে বেশ সুখপাঠ্য।'

মুদিরে মাদ্‌রেসে রচনার প্রেক্ষাপট

এ উপন্যাসের বর্ণনাভঙ্গি অনেকটা স্মৃতিকথা আকারের; যার পুরোটা জুড়ে বর্ণনাভঙ্গি দেখতে পাই। যা এমন এক হেড মাস্টারের জবানিতে লেখা, যে দীর্ঘদিন পড়ানোর মতো একঘেয়ে কাজ থেকে মুক্তির উদ্দেশ্যে নানা চেষ্টা-তদবিরের মাধ্যমে শহরতলীতে অবস্থিত নবনির্মিত একটি বিদ্যালয়ের হেড মাস্টারের পদ কব্জা করেছে। কিন্তু তার দায়িত্বানুভূতি এবং প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য শিক্ষক, শিক্ষার্থীদের অসহায়ত্ব ও নানা সমস্যাবলির প্রতি তাঁর যে সহানুভূতি আমরা উপন্যাসে দেখতে পাই, তা তাকে নির্বিঘ্নে দায়িত্ব পালন করতে দেয় না। এমনকি সে নানারকম দাপ্তরিক ঝামেলায়ও জড়িয়ে পড়ে। যদিও '*মুদিরে মাদ্‌রেসে*' উপন্যাসটির কাহিনী একটি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। তবে এটি কেবল একটি স্কুলের কথা নয়, বরং লেখক শিক্ষাব্যবস্থার মধ্য দিয়ে সমাজের বৃহত্তর অসঙ্গতি এবং রাজনৈতিক প্রভাবের দৃশ্যমান চিত্র তুলে ধরেছেন। প্রধান শিক্ষক নিজের বর্ণনায় সমস্যা জর্জরিত সমাজের শিক্ষক প্রতিনিধি হিসেবে নিজেকে তুলে ধরেছেন যাকে নানা চড়াই উৎড়াই পার হতে হয়।

উপন্যাসের সূচনায় হেড মাস্টার প্রথমদিন তার স্কুলে ঢুকে শিক্ষক, কেরানী, পিয়ন, ছাত্র-ছাত্রীসহ সকল ব্যক্তি ও সার্বিক অবস্থার সাথে পরিচিত হন। আস্তে আস্তে গল্প গতি পায়। প্রত্যেক ক্লাসের শিক্ষক, চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী, শিক্ষার্থী যাদের প্রায় সকলেই দরিদ্র পরিবারের সন্তান তাদের বর্ণনা এমনভাবে উপস্থাপন করেন যাতে পাঠকের চোখে তার একটি চিত্রকল্প তৈরি হয়। তিনি স্কুলের বিভিন্ন দায়িত্ব বিভিন্নজনকে বুঝিয়ে দিয়ে ব্যক্তিগত কাজকর্ম করার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু সে সিদ্ধান্তে অটল থাকার সুযোগ তার ঘটেনা। শিক্ষকদের বিলম্বে আসা, সেক্রেটারির হাতে ছাত্রদের প্রহৃত হতে দেখা, শীত মৌসুমে শিক্ষার্থীদের পোষাকের অভাবে জবুথবু হতে দেখাসহ প্রতিনিয়ত নতুন নতুন সমস্যার সম্মুখীন হন এবং তাকেই সব কাজে হস্তক্ষেপ করতে হয়। যে আরাম ভোগ করার জন্য তিনি হেড মাস্টার হলেন তা আর ভোগ করা আর তার হয়ে ওঠেনা। স্কুলের বাজেট পাশ করানোর জন্য তিনি বিভিন্ন জায়গায় ধর্ণা দেন। যেহেতু রাজনৈতিক আনকূল্য ছাড়া সে বাজেট পাওয়া সম্ভব ছিলোনা তাই নিজের স্কুলের সেক্রেটারী হেড মাস্টারকে সাংস্কৃতিক দপ্তরের কোষাধ্যক্ষের পার্টিতে অংশগ্রহণের অনুরোধ করেন। পার্টিতে যোগদান না করায় তার স্কুলের বাজেট অর্ধেকে নেমে আসে। সেক্রেটারি ছিলো মাহাধুরন্ধর প্রকৃতির লোক। সে শিক্ষার্থীদের পরিবার সহ বিভিন্ন সংগঠন গড়ে তোলেন এবং বিভিন্নভাবে অর্থ আত্মসাৎ করার ধান্ধায় থাকেন। রাজনৈতিক কর্মকান্ডে জড়িত থাকার জন্য একজন শিক্ষক গ্রেফতার হন। কিছুদিন পরে একজন শিক্ষাথী সহপাঠী দ্বারা সম্ভ্রমহানির শিকার হয়। হেড মাস্টার অভিযুক্ত শিক্ষার্থীকে প্রচন্ড বেত্রাঘাত করলে শিক্ষার্থীর বাবা কোর্টে গিয়ে মামলা ঠুকে দেন। কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট তার পরিচিত থাকায় তাকে মামলা থেকে খালাস প্রদান করেন। এতসব ঘটনা এত দ্রুত ঘটে যায় যে, এত তদবির ও অর্থের বিনিময়ে লাভ করা হেড মাস্টার পদটি তিনি ছেড়ে দেবার সিদ্ধান্ত নেন।

'পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের অসঙ্গতি আলোচনাই *মুদিরে মাদরেসের* বিষয়বস্তু, ... *মুদিরে মাদরেসে* তখন পরাজয় ও পলায়নের যুগের এমন এক মানব কণ্ঠের চিৎকার, যদিও সে মানব কুয়াশাচ্ছন্ন অন্ধকারে বসবাস করছে, তারপরও রোদেলা দিনের অগমনের প্রতীক্ষা করছে এবং প্রত্যাশা, খুশি ও মুক্ত সময়ে পৌঁছার প্রচেষ্টা করছে।'[৩]

উত্তম পুরুষে লেখা এ উপন্যাসে হেড মাস্টার-স্বয়ং লেখক। স্কুল, স্কুলের শিক্ষক, কর্মচারী, শিক্ষার্থীবৃন্দ ও তাদের পরিবারের নানা সমস্যা ও ঘটনার তিনি যে কলমচিত্র এঁকেছেন, তা রেজা শাহর শাসনামলের অভ্যুত্থান-উত্তরকালের ইরানের অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং বিশেষ করে শিক্ষা ব্যবস্থার একটি বাস্তব চিত্র লক্ষণীয়। এখানে লেখক দেখিয়েছেন যে, কিভাবে একটি স্কুলে শিক্ষাদান প্রক্রিয়া শুধু তার আদর্শিক উদ্দেশ্য দ্বারা পরিচালিত হতে পারে না; বরং সমাজের রাজনৈতিক, প্রশাসনিক এবং সাংস্কৃতিক অবস্থা তার উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলে। এটি মোহাম্মদ রেজা শাহ পাহলভীর শাসনামলে ইরানি সমাজের শিক্ষাব্যবস্থা এবং রাষ্ট্রীয় কাঠামোর সমালোচনা হিসেবে দেখা যেতে পারে।

«رمان کوتاه مدیر مدرسه خاطره گونه ای است از زبان دبیری که برای رها شدن از کسالت و یکنواختی کار تدریس با تمهیداتی پست مدیریت مدرسه ای را به دست میآورد اما به دلیل احساس مسؤولیت و نیز حس همدردی که نسبت به دیگران دارد به ناچار با مسائل دانش آموزان و آموزگاران و نیز مشکلات مربوط به اداره مدرسه درگیر می شود و نمی تواند نسبت به هیچ یک از آنها بی اعتنا بماند و از آنجا که نه توانایی مبارزه با مسائل و مشکلات را دارد و نه قدرت تحمل و چشم پوشی.»[৪]

'*মুদিরে মাদরেসে* উপন্যাস স্মৃতিচারণধর্মী যা লেখকের যবানীতে বর্ণিত। যিনি পাঠদানে একঘেয়েমী আর বিমর্ষতা কাটিয়ে স্কুলের হেড মাস্টারের পোস্ট করায়ত্ব করেছেন একই সাথে পদের কারণে দায়িত্ববোধ ও সহমর্মিতার প্রকাশ রয়েছে তার মধ্যে। তিনি দায়িত্বভার নেয়ার পরে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর নানা সমস্যা তার সামনে আসে কিন্তু তিনি তা নিরসন করতে পারেন না।'

শিক্ষাবিজ্ঞানের আলোকে *মুদিরে মাদ্‌রেসে* উপন্যাসের বিশ্লেষণ

পেডাগোজি (Pedagogy) হলো শিক্ষাদানের শিল্প, বিজ্ঞান বা পদ্ধতি, যা শিক্ষার্থীদের শেখানোর তত্ত্ব ও অনুশীলনকে বোঝায়। এটি মূলত শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ার একটি সামগ্রিক ধারণা যেখানে শিক্ষক কীভাবে শিক্ষার্থীদের বুঝতে শেখাতে এবং তাদের দৈনন্দিন জীবনে সেই শিক্ষাগুলো প্রয়োগ করতে সাহায্য করে থাকে। এটি শুধুমাত্র শিক্ষাদানের কৌশল নয়; বরং শিক্ষার লক্ষ্য, বিষয়বস্তু এবং পরিবেশ নির্ধারণের মাধ্যমে একটি সুসংহত শিক্ষাপদ্ধতি গড়ে তুলতেও সহায়ক। পেডাগোজির মূল দিকগুলো হচ্ছে শিক্ষাদান পদ্ধতি, শিক্ষার তত্ত্ব ও অনুশীলন। এটি কেবল তত্ত্ব নয় বরং সেই তত্ত্বকে বাস্তবে প্রয়োগ করার পদ্ধতিকেও অন্তর্ভুক্ত করে। এটি শিক্ষার্থীদের চাহিদা, তাদের বয়স এবং তাদের শেখার প্রক্রিয়াকে বিশেষভাবে প্রাধান্য দেয়। কোনো শিক্ষণ কার্যক্রম কী উদ্দেশ্যে পরিচালিত হবে এবং সেই লক্ষ্য অর্জনে যেসব বিষয় ও কৌশল তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ তাও পেডাগোজীর অংশ হিসেবে বিবেচ্য। শিক্ষকদের শেখানোর কৌশল, শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন, এবং তাদের শেখার অনুকূল পরিবেশ তৈরিতে এটি খুবই সময়োপযোগী ভূমিকা রাখে। এটি একটি সুচিন্তিত এবং পরিকল্পিত পদ্ধতি যার মাধ্যমে একজন শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট জ্ঞান বা দক্ষতায় যোগ্য করে গড়ে তোলার সুযোগ লাভ করেন।

মুদিরে মাদরেসে উপন্যাসটি পেডাগোজির আলোকে শিক্ষাদানের বিপরীত চিত্র দেখতে পাওয়া যায়। এমনকি Paulo Freire এবং John Dewey এর শিক্ষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে এ উপন্যাসের চিত্র যা হওয়া উচিত তার বিপরীত। Freire এবং Dewey শিক্ষা এবং স্বাধীন চিন্তার বিকাশকে সমাজের নৈতিক পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসেবে দেখেন। তবে এ উপন্যাসে শিক্ষার বিকাশ রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক হস্তক্ষেপের কারণে ব্যাহত হয়ে পড়ে। *মুদিরে মাদরেসে*-তে বর্ণিত পরিস্থিতি সমকালীন শিক্ষাপদ্ধতির সমালোচনা করে এবং সমাজে বিদ্যমান বৈষম্য ও ত্রুতি-বিচ্যুতির স্বরূপ বিশ্লেষণ করে। শিক্ষণ ও শিখনে সঠিত নীতি অনুরণের অভাবে শিক্ষাব্যবস্থার অবনতির ফলে সমাজ ও রাষ্ট্র যেভাবে ভিন্ন পথে ধাবিত হয় সেই চিত্রই নিরূপিত হয়েছে *মুদিরে মাদ্‌রেসে* উপন্যাসে।

উপন্যাসের চরিত্র নির্মাণ কৌশল

বর্ণনাকারীঃ জালাল আলে আহমদ একজন হেড মাস্টারের চরিত্র বর্ণনায় মুদির (হেডমাস্টার) নিজেই তার অতীতের স্মৃতিগুলো পাঠকের সামনে উপস্থাপন করছেন। উপন্যাসের শুরুতেই তিনি কিভাবে অফিসে ঢুকলেন, ঠিক সে মুহূর্তে তার হাতে কী ছিল, তা দেখে অফিস কর্তা কিরূপ মনোভাব ব্যক্ত করলেন সবকিছু স্বয়ং বর্ণনা করেছেন। উপন্যাসের প্রথমেই তিনি বলেন,

«از در که وارد شدم سیگارم دستم بود و زورم آمد سلام کنم. همینطوری دنگم گرفته بود قد باشم. رئیس فرهنگ که اجازه نشستن داد نگاهش لحظه ای روی دستم مکث کرد و بعد چیزی را که می نوشت تمام کرد و می خواست متوجه من بشود که رونویس حکم را روی میزش گذاشته بودم حرفی نزدیم.»[৫]

'দরজা দিয়ে যখন ঢুকি সিগারেট আমার হাতেই ছিল এবং বাধ্য হয়েই সালাম দিলাম। আমি এতটাই বাসনা করছিলাম যে, একগোঁয়ে হয়ে পড়েছিলাম। আমাকে বসার অনুমতি দেয়া সাংস্কৃতিক বিভাগের প্রধানের দৃষ্টি এক মুহূর্তের জন্য আমার হাতের ওপর এসে থামল, তারপর যে বিষয়টা লিখছিলেন সেটি সম্পূর্ণ করে আমি অর্ডারের যে অনুলিপিটা তাঁর টেবিলে রেখেছিলাম সে দিকে মনোযোগ দিতে চাচ্ছিলেন। কোনো কথাই বললাম না।'

এমনিভাবে তিনি যে স্কুলের হেডমাস্টার তার বর্ণনা দিচ্ছেন। স্কুলের অবস্থা ও অবস্থান সুন্দর ও সুচারুরূপে তুলে ধরেছেন। এগল্পে স্কুলের কর্মচারী থেকে শুরু করে শিক্ষক-ছাত্র, পিয়ন-চাপরাশিদের ও সামগ্রিক বর্ণনা নিখুঁতভাবে তুলে ধরেছেন; যা পাঠকের মানসপটে একটি চিত্রকল্প আঁকতে সহয়তা করে।

পাঠদান পদ্ধতি: উপন্যাস রচনাকালীন সময়ের পাঠদান পদ্ধতি, শিক্ষক হিসেবে পাঠদানে অনীহা, একইসাথে পাঠদানের অসঙ্গতি তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন *'মুদিরে মাদরেসে'* উপন্যাসে। তবে এর পাশাপাশি এ দুর্বিসহ পাঠদান পদ্ধতি থেকে মুক্তির উপায় এবং শুধু মর্যাদা অর্জন এবং পাঠদান থেকে মুক্তি পাবার জন্য হেডমাস্টার হবার দূরন্ত বাসনা সুনিপুনভাবে বর্ণিত হয়েছে এ উপন্যাসে।

«البته از معلمی هم اقم نشسته بود . دهال الف ب درس دادن وقیافه های بهت زده بچه های مردم برای مزخرف ترین چرندی که میگویی .... و استغناء باغین و استقراء باقاف و خراسانی و هندی و قدیمترین شعر دری و صنعت ارسال مثل ورد العجز ... و ازین مزخرفات! دیدم دارم خر میشوم. گفتم مدیر بشوم. مدیر دبستان»[৬]

'অবশ্য শিক্ষকতায় বিতৃষ্ণা এসে গিয়েছিলো। দশবছর বর্ণমালা পড়ানো, লোকেদের বাচ্চাদের চোখেমুখে বিষন্নতা এক প্রকার তামাশা কী বলো... এসতেগনা শব্দে গাইন এবং এসতেকরা শব্দে ক্বাফ এর উচ্চারণ খোরাসানী বা হিন্দী স্টাইলের প্রাচীন কবিতা কাব্য বা কঠিন সব শব্দের অর্থ এসব পড়ানো এক প্রকার প্রতারণা! এসব করতে করতে বিরক্ত আমি। তাই চিন্তা করলাম হেড মাস্টার হবো। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক।'

ধূমপায়ী: একজন হেডমাস্টার, সাধারনত সৌম্য-শান্ত, উত্তম গুনাবলী সম্পন্ন হবার কথা। কিন্তু *'মুদিরে মাদরেসে'* উপন্যাসে আমরা এমন একজন হেড মাস্টারকে পাই যিনি নাকি সিগারেট খোর। তৎকালীন সমাজে ধুমপান এমনকি মাদক সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এমনভাবে ছড়িয়ে পড়েছিলো যে একজন স্কুল শিক্ষকও তা থেকে বাদ যাননি। বর্তমান সমাজেও এর প্রতিচ্ছবি দেখতে পাওয়া যায়। যিনি তার সুপিরিয়র বস শিক্ষা মন্ত্রনালয়ের পরিচালকের কক্ষে ঢুকতেও হাতের সিগারেট পান থেকে বিরত হননি। যদিও বসের টেবিলেও সিগারেটের ছাই ফেলার পাত্র ছিলো।

«سیگارم را توی زیر سیگاری براق روی میزش تکاندم . روی میز پاک و مرتب بود. درست مثل اطاق مهمانخانه تازه عروس ها هر چیز بجای خود و نه یك ذره گرد . فقط خاکستر سیگار من زیادی بود»[৭]

'তার টেবিলের উপর রাখা সিগারেটদানিতে সিগারেটটা হালকা ঝাড়া দিলাম। টেবিলের উপরিভাগটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ছিলো। একদম নতুন জামাই এর মেহমানখানার মতো। কোথাও একরত্তি ধুলো নেই। শুধু আমার সিগারেটের ছাইটাই অতিরিক্ত ছিলো।'

ধৈর্যহীন: প্রধান শিক্ষক ছিলেন প্রচন্ড ধৈর্য্যহীন ও রগচটা প্রকৃতির মানুষ। যিনি অতিকিক্ত কথা পছন্দ করতেন না। কাউকে তার সমানে কথা বলতে দিতেন না। এমনকি শিক্ষা মন্ত্রনালয়ের পরিচালককেও অতিরিক্ত কথা বলার অবকাশ না দিয়ে নিজেই দাম্ভিক স্বরে কথা বলেন,

«حوصله این اباطل را نداشتم حرفش را بریدم که ممکنه خواهش کنم زیر همین ورقه مرقوم بفرمایید.»[৮]

'তার এ ফালতু কথা সহ্য হচ্ছিলনা। তার কথা কেড়ে নিয়ে বললাম- সম্ভব হলে এই পৃষ্ঠার নিচে সই দিন।'

ঘুষদাতা: একজন কম যোগ্যতা সম্পন্ন মানুষ হওয়া সত্ত্বেও প্রধান শিক্ষক হওয়ার বাসনা আমরা দেখতে পাই মুদিরের চরিত্রে। তিনি একশত পঞ্চাশ তুমান ঘুষের টাকাকে প্রধান শিক্ষক হওয়ার সিড়ি হিসেবে বিবেচনা করেছেন। তিনি এই ঘুষের জোরে শিক্ষার ডি.জি সাহেবকেও থোড়াই কেয়ার করেন। তিনি প্রচ্ছন্নভাবে বোঝাতে চেয়েছেন ঘুষ দিয়ে কাজ করলে যেমন যোগ্যতা কোন বিষয় না তেমনি ঘুষ যাকে দেওয়া হয় তাকে খুব একটা সম্মান না করলেও চলে, কেননা সেতো টাকার কাছে বিক্রি হয়েছে; সম্মান তার প্রাপ্য নয়।

«صد و پنجاه تومان در کارگزینی کل ما یه گذاشته بودم تا این حکم را با مضار سانده بودم . توصیه هم برده بودم و تازه دو ماه هم دویده بودم. موه لای درزش نمی رفت. می دانستم که چه او بپذیردچه نپذیرد کار تمام است. خودش هم می دانست . حتماً هم دستگیرش شد که با این نک و نالی که کرد خودش را کنفت کرده ، ولی کاری بود و شده بود»[৯]

'একশত পঞ্চাশ তুমান বিনিয়োগ করে তারপর এ কাগজে স্বাক্ষর আনতে সক্ষম হয়েছি। সুপারিশ নিয়েছি, পরপর দুই মাস দৌড়াদৌড়ি করেছি, কম কষ্ট করিনি এজন্য। আমি জনাতাম কিসে কাজ হবে আর কিসে কাজ হবেনা। সে নিজেও জানতো। তার হাত-পা বাধা ছিলো, নিজে নিজে রাগে গজগজ করছিলো কিন্তু কাজ তাকে করে দিতে হয়েছিলো।'

শিক্ষার প্রতি বিতৃষ্ণ ও সুযোগ সন্ধানী: আলোচিত হেড মাস্টার দীর্ঘকাল মাধ্যমিক স্কুলে চাকুরি বা শিক্ষকতা করার পরেও সে ছিল পাঠদানের প্রতি বীতশ্রদ্ধ। যে এজন্যই প্রধান শিক্ষক হতে চেয়েছিলেন যেন তাকে আর পাঠদান করতে না হয়। হেডমাস্টার হতে পারলে অফুরন্ত অবকাশ উপভোগ করতে পারবে। কারো কাছে কোন জবাবদিহি করতে হবেনা। সে চিন্তা থেকেই অনৈতিকভাবে হলেও প্রধান শিক্ষক হওয়ার বাসনা জাগে তার মনে। শিক্ষক হলে অন্যের অনুমতি ছাড়া ছুটি কাটানো সম্ভব না। অথচ এখন তিনি নিজেই সবাইকে ছুটি দিবেন। এহেন আত্মতৃপ্তি তাকে সীমাহীন আনন্দিত করে তোলে। শিক্ষক থাকার সময় তার মানসিক যন্ত্রনা আর প্রধান শিক্ষক হবার পর তিনি তার অনুভূতি ব্যক্ত করেন এভাবে,

« تا ایام آخر تابستانم را که لذیذترین تکه تعطیلات است نجات داده باشم. این بود که راه افتادم رفتم و از اهلش پرسیدم. از یک کار چاق کن . دستم را توی دست کار گزینی گذاشت و قول و قرار و طرفین خوش و خرم و یك روز هم نشانی مدرسه را دستم دادند که بروم وارسی که باب میلم هست یا نه . و رفتم .»[১০]

'গ্রীষ্মের শেষদিনগুরোর উপভোগ্য ছুটি কাটানোর সুযোগ পেলাম। ঘুরবো ফিরবো, আত্মীয় স্বজনের খোঁজ খবর নিবো। এখন এই সুযোগ তৈরি হলো। আমি কর্তাব্যক্তির হাতে হাত রাখলাম এবং একদিন বেশ খোশগল্পচ্ছলে স্কুলের দায়িত্ব আমার হাতে দিলো, যা আমার কাঙ্খিত ছিলো। আর দায়িত্ব পালন করতে এলাম।'

অনুসন্ধানী পর্যবেক্ষক: প্রধান শিক্ষক হবার ভাবনা দীর্ঘদিন ধরে তাকে তাড়া করে বেড়ায়। আর এজন্য প্রাথমিক কার্যাবলী সম্পন্ন করে, মরুভূমির মাঝে কাঙ্খিত স্কুলের ঠিকানা জেনে নেন এবং দৃঢ় সিদ্ধান্ত নেন যে, তিনি ঐ স্কুলেরই প্রধান শিক্ষক হবেন। তিনি জানেন যে, ঐ স্কুলের প্রধান শিক্ষক জেলে আছেন। তিনি কোন জাতীয় অপরাধ করেছেন কি করেননি, কোথায় পোস্ট খালি আছে, কাকে ধরতে হবে, দালালকে কোথায় পাওয়া যাবে এসব কিছু তার জানা ছিল, যার কারনে অল্প পরিশ্রমেই সে প্রধান শিক্ষক হতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি জানেন শহুরে কেউ এসে ঐ ধুধু মরুভূমিতে স্বস্তিবোধ করবেনা। ফলে তিনি দীর্ঘকাল ওখানকার প্রধান শিক্ষক থাকতে পারবেন। তার উক্তি,

«این فکرها را همان روزی کردم که ناشناس بمدرسه سرزدم و آخر سر هم باین نتیجه رسیدم که مردم حق دارند جایی بخوابند که زیرشان آب نرود . تو اگر مردی عرضه داشته باش و مدیر همین مدرسه هم بشو و رفته بودم و دنبال کار را گرفته بودم تا رسیده بود باینجا. همان روز وارسی فهمیده بودم که مدیر قبلی مدرسه زندانی است لا بد کله اش بوی قرمه سبزی میداده و باز لابد حالا دارد کفاره گناهای را می دهد که با خودش نکرده با آهنگری در بلخ کرده جزو بر قیچی های ریس فرهنگ هم کسی نبود که با مدیر شدن اضافه حقوقی نصیبش بشود و ناچار سرودستی برای این کار بشکند. خارج از مرکز هم نداشت. این معلومات را توی کارگزیتی به دست آورده بودم. فهمیده بودم که مدیر قبلی مدرسه زندانی است.»[১১]

'ঐ দিনই এই চিন্তা করেছিলাম যে, অপরিচিত স্কুলে আমি কাজ করবো এবং তা করতে পারলাম কেননা মানুষের চিন্তা করা উচিত সে যেখানে ঘুমাবে সেখানে যেন পানি না থাকে। তোমার যদি কোন ইচ্ছা থাকে তাহলে এই স্কুলের হেড মাস্টার হওয়া উচিত। এরপর এর পেছনে দৌড়াতে থাকলাম তবেই না এই জায়গায় পৌছাতে পেরেছি। পর্যবেক্ষণের দিনেই বুঝেছিলাম যে, এই স্কুলের প্রাক্তন হেড মাস্টার জেলে আছেন।'

সতর্ক সংগঠক: স্কুলের নতুন হেডমাস্টার হবার পর সে খুব সর্তকতার সাথে যে সেখানকার সকল শিক্ষক-কর্মচারী, ছাত্র, পিয়ন-চাপরাশি পর্যন্ত পর্যবেক্ষন করেছেন। যাদের প্রত্যেকের বর্ণনা আমরা তার জবানিতে পাই। প্রত্যেকের আচরণ ও অভ্যাস সম্পর্কে প্রথমে তিনি অবহিত হয়ে পরিবেশ ভেদে বা চরিত্রভেদে তাদের সাথে কথা বলতেন। তিনি যে স্কুলের প্রধান শিক্ষক সেখানকার অধিকাংশ ছাত্র ছিল গরীব এবং গোটা শিক্ষা ব্যবস্থার, অসংগতি দূর করে এ অব্যবস্থাপনাকে ঢেলে সাজানোর জন্য কার্যক্রম শুরু করেন। অবশ্য সামগ্রিক অবস্থা খুব একটা তার অনুকূলে ছিলনা। তার মনে হচ্ছিল মন শাল-টাল পেচিয়ে গর্তের মধ্যে পড়েছেন। তার উক্তি,

« با این آدمها بود که باید سر می کردم و بکمکشان یك مدرسة را راه می بردم. دویست و سی و پنج تا بچه مردم را پاییدن و معلومات دار کردن و از خان اول گذراندن کار ساده ای نبود اما برای آدمی مثل من که از قفس معلمی پریده بودم هر جایی میتوانست بهشت باشد و هر کاری باب میل . این بود که شال و براق کرده پریدم وسط گود»[১২]

'আমি জানতাম এই লোকজনের সাহায্যের জন্য একটি স্কুল দরকার। দুইশত পয়ত্রিশ টি বাচ্চার দায়িত্ব নেয়া, তাদের দেখাশোনা করা সহজ কাজ ছিলোনা। কিন্তু আমার মতো মানুষ যে কিনা শিক্ষকতার বেড়াজাল ছিন্ন করে এসেছি যে সব জায়গায় শান্তি আর আরাম খুঁজে বেড়াই আমার জন্য এটা মনে হচ্ছিল যেন জামা-চাদর পেচিয়ে গর্তের মধ্যে পড়ে গেছি।'

তিনি স্কুলে যোগদানের পর, সেটাকে একটি আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রূপে গড়ে তুলতে চাইলেন। তাই স্কুলের প্রশাসনকে সুন্দররূপে সাজাতে এবং শিক্ষা ব্যবস্থাকে গড়ে তুলতে একটি সমিতি গঠন কবলেন, তিনি এ সমিতির মাধ্যমেই পুনর্গঠনের কাজকর্ম শুরু করে দিলেন। ছাত্রদের নিয়ে, নব নব পদ্ধতি ও পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। ছাত্রদের সহয়তার জন্যও তিনি ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো এই যে, তিনি শেষ পর্যন্ত তাঁর এ পূর্ণগঠন বাস্তবে রূপদান করতে সক্ষম হলেন না। তার কাছে প্রতিদিন এতো এতো নতুন সমস্যা উপস্থিত হতো যে, তিনি নতুন কোন কোন কাজে হাত দেবার মতো অবসর পেলেন না। ফলে তিনি বছর না যেতেই তার পদ থেকে ইস্তেফা দিয়ে নিজেকে মুক্ত করলেন। তার সকল সম্ভাবনা যেন নিমিষেই উবে গেলো। তিনি উপলব্ধি করলেন- সমাজের বাধাধরা নিয়ম পাল্টাতে গেলে একজন মানুষ যতই কর্মঠ হোক না কেন সে নিতান্তই অসহায়।

সমকালীন শিক্ষাব্যবস্থার প্রকৃত চিত্র

উপন্যাসের প্রধান শিক্ষক ক্রমশ অনুভব করেন যে, তার বিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থা একটি অচলায়তনে পরিণত হয়েছে। প্রধান শিক্ষক কর্মঠ, তবে তিনি বুঝতে পারেন যে, বিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কাঠামো, সরকারের অযাচিত হস্তক্ষেপ এবং সামাজিক কাঠামো তার কাজ বাস্তবায়নকে বাধাগ্রস্ত করে। লেখক এখানে উপস্থাপন করতে চেয়েছেন, শিক্ষা যখন শুধু 'শাসন' বা প্রশাসনের হাতিয়ার হয়ে ওঠে, তখন তা শিক্ষার্থীদের সঠিক বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে না। প্রশাসনিক হস্তক্ষেপের ফলে, শিক্ষককে বারবার তার আদর্শ পরিবর্তন করতে বাধ্য করা হয়। শিক্ষা যা সাধারণত এক ধরনের মুক্তমনা চিন্তা ও বিকাশের মাধ্যম হওয়া উচিত, তা হয়ে ওঠে রাষ্ট্রীয় নির্দেশনা অনুসরণের একটি উপকরণ।

বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা

প্রথম দিন থেকেই হেড মাস্টার সাহেব সেক্রেটারির হাতে স্কুলের যাবতীয় দায়-দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে নিজে স্কুল ভবনের দোতলায় তার ছোট্ট রুমে ব্যক্তিগত কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু দ্বিতীয় দিন থেকেই স্কুলের সমস্যাবলির সাথে তিনিও জড়িয়ে পড়েন। বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা এখানে একটি সুশৃঙ্খল কাঠামো নয়, বরং এটি হয়ে ওঠে একধরনের অচল ও অস্থির পরিবেশ যেখানে শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং প্রশাসনের মধ্যে কোনো ধরণের সমন্বয় বা সম্পর্ক নেই। লেখক দেখিয়েছেন, কিভাবে এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রতিনিয়ত রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও সামাজিক চাপ এসে বাধা সৃষ্টি করে, ফলে এটি শিক্ষার আদর্শিক বিচ্যুতি ঘটে।

শিক্ষকের পেশাগত নিরাপত্তাহীনতা

উপন্যাসে প্রধান শিক্ষক এক পর্যায়ে অনুভব করেন যে, তার পেশাগত মর্যাদা এবং স্বাধীনতা মারাত্মকভাবে ক্ষুন্ন হচ্ছে। যখন একজন শিক্ষক প্রশাসনিক বা রাজনৈতিক বাধার কারণে তার পেশাগত ভূমিকা পূর্ণাঙ্গভাবে পালন করতে পারেন না, তখন তার শিক্ষাদান এমনকি বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ কাজকর্ম প্রভাবিত হয়। এটি শিক্ষকদের পেশাগত নিরাপত্তাহীনতার একটি প্রকৃত উদাহরণ। এছাড়া, লেখক দেখিয়েছেন, যখন শিক্ষক তার আদর্শিক বিশ্বাস এবং শিক্ষার উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে নিজের পেশাগত মর্যাদা রক্ষা করতে বাধ্য হন, তখন তার শিক্ষার গুণগত মান কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। উপন্যাসটি শিক্ষক সমাজের জন্য একটি সতর্কতা। এখানে শিক্ষকদের পেশাগত মর্যাদা এবং স্বাধীনতার প্রশ্ন অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। রাজনৈতিক কর্মকান্ডের সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে সহসাই একজন শিক্ষক গ্রেফতার হন। ক্লাশ শিক্ষকহীন হয়ে পড়ে। হেড মাস্টার সাহেব আদালতে জবানবন্দী দেয়ার জন্য শিক্ষা বিভাগের যাবতীয় দুর্বলতা এবং দুর্নীতির সবিস্তর একটি বর্ণনা উপস্থাপন করেন। শেষমেশ হেড মাস্টার সাহেব নিরাশ হয়ে সেখানেই পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নেয় এবং সিদ্ধান্ত মোতাবেক সেখানে বসেই পদত্যাগপত্র লিখে সদ্য সাংস্কৃতিক দপ্তরের প্রধান হওয়া তারই এক সহপাঠীর বরাবর পোস্ট করে দেন।

শিক্ষার মানবিক উদ্দেশ্য

প্রধান শিক্ষক যেটি চান, তা হলো শিক্ষার্থীদের চিন্তার স্বাধীনতা এবং মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ। কিন্তু উপন্যাসটি পুরোপুরি সেই উদ্দেশ্যটির বিপরীত চিত্রের সমীকরণ। শিক্ষাব্যবস্থায় মানুষের মুক্ত চিন্তা, স্বাধীনতা এবং নৈতিকতা প্রচারের

বদলে, এখানে রাষ্ট্রীয় নীতির অনুসরণই প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। *মুদিরে মাদরেসে* একটি সমাজে শিক্ষার মানবিক উদ্দেশ্যকে প্রশ্নবিদ্ধ করে এবং দেখায় কিভাবে সেই উদ্দেশ্য রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রভাব দ্বারা শ্বাসরুদ্ধ হয়ে যায়। যেখানে শিক্ষককে বাজেটের জন্য রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তি করতে হয় না হলে বাজেট কমে যায়। আবার রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতার জন্য শিক্ষককে বিদ্যালয় ছেড়ে জেলখানায় আবাস গড়তে হয়। যে শিক্ষাক্ষেত্রে স্বাধীন চিন্তা করার বা স্বাধীনভাবে পাঠদান করা যায়না, নানা কাজের জন্য অন্যের উপর নির্ভর করতে হয়। সোজা পথে কোন কাজ হয়না আবার ঘুষ দিলে ঠিকই অযোগ্য লোক বড় চেয়ারে বসে পড়ে। শিক্ষার যে মানবিক চিত্র কেতাবে আছে বা যা হওয়া উচিত বাস্তব তার থেকে যোজন যোজন দূরে *মুদিরে মাদরেসে* উপন্যাস সমাজকে সেটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়।

শিক্ষক ও ছাত্রের সম্পর্কের আত্মিক ও নৈতিক দিক

অব্যস্থাপনার কারণে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর সম্পর্কের মধ্যে একটি মৌলিক শূন্যতা দেখা দেয়। প্রধান শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নৈতিক এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার দিকে এগিয়ে নিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু বিভিন্ন আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক চাপের কারণে তার পক্ষে তা সম্ভব হয়নি। তার আদর্শিক দৃষ্টিভঙ্গি শিক্ষার্থীদের মাঝে বিকাশ লাভ করতে পারে না, কারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিজেই একটি রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কাঠামোর মধ্যে বন্দী হয়ে যায়। শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্কের নৈতিক দিক এখানে অতি গুরুত্বপূর্ণ। প্রধান শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মধ্যে নৈতিক এবং মানবিক শিক্ষা গড়তে চান, কিন্তু তার নিজের আদর্শিক সংকট এবং প্রশাসনিক বাধা তাকে তার লক্ষ্য অর্জন করতে দেয় না। এর মাধ্যমে লেখক শিক্ষাব্যবস্থায় নৈতিক সংকট এবং শিক্ষকের অভ্যন্তরীন দ্বন্দ্বের বিষয়টি তুলে ধরেছেন।

এখানে প্রধান শিক্ষক যেভাবে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করার চেষ্টা করেন, তা বেশ গুরুত্ব বহন করে। আমরা দেখতে পাই শীত মৌসুম শুরু হলে, সবার অনিচ্ছা সত্ত্বেও সামর্থহীন ছাত্রছাত্রীদের জন্য জামা-জুতা কেনার অর্থ সংগ্রহের লক্ষ্যে সেক্রেটারিকে নিয়ে স্থানীয় সংগঠনের কাছে যান। তিনি চেষ্টা করেন শিক্ষার্থীদের একটি নির্দিষ্ট নৈতিক এবং মানসিক রূপে গড়ে তুলতে। কিন্তু তার একাগ্রতা এবং দৃষ্টিভঙ্গি শীঘ্রই বাধাপ্রাপ্ত হয়, কারণ শিক্ষার্থীরা সমাজের বাইরের চাপ ও আদর্শের অধীনে থাকেন। এর মাধ্যমে লেখক একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তোলেন যখন শিক্ষা স্বাধীনভাবে চিন্তা, অনুধাবন এবং মানবিক মূল্যবোধের বিকাশের মাধ্যম হওয়ার কথা, তখন কেন এমন একটি পরিস্থিতি তৈরি হয়, যেখানে শিক্ষার্থীরা শুধু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে একটি সামাজিক দায়িত্ব হিসেবে দেখে এবং তাদের স্বাধীন চিন্তাবোধের বিকাশ ব্যাহত হয়। *মুদিরে মাদরেসে* উপন্যাসে বর্ণিত বাস্তব চিত্র ছিলো এর সম্পূর্ণ বিপরীত।

রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ও আমলাতন্ত্রের প্রভাব

এ উপন্যাসে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ শিক্ষাব্যবস্থার জন্য একটি বিপদসঙ্কুল বিষয় হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তারা এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক শক্তি বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশ করে, যা শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্যকে প্রভাবিত করে। যখন রাষ্ট্র শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি হস্তক্ষেপ করে, তখন শিক্ষা তার মুক্ততা হারায় এবং ব্যবস্থাটি রাষ্ট্রীয় স্বার্থের দিকে ঝুঁকে পড়ে। আমলাতন্ত্রের প্রভাব এই উপন্যাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখানে প্রশাসন কেবল একজন শিক্ষককে নয়, বরং শিক্ষাব্যবস্থার পুরো কাঠামোকেই প্রভাবিত করে। শিক্ষকের স্বাধীন চিন্তা এবং দৃষ্টিভঙ্গি সংহত করার বদলে, এটি শিক্ষককে প্রশাসনিক বাধার মধ্যে আটকে ফেলে।

উপসংহার

মুদিরে মাদরেসে একটি শিক্ষাব্যবস্থার ব্যর্থতার চিত্র। এটি শুধু ইরানি সমাজের শিক্ষা ব্যবস্থার সমালোচনা নয়, বরং এটি একটি বৃহত্তর সমাজের শিক্ষার সংকট এবং তার প্রতি রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের গম্ভীর ফলাফল নিয়ে চিন্তা করার আহ্বান। উপন্যাসটি স্মরণ করিয়ে দেয় যে, একটি শক্তিশালী এবং নৈতিক শিক্ষাব্যবস্থা গড়তে হলে, এটি শুধু প্রশাসনিক কাঠামো বা রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের বাইরে মানবিক মূল্যবোধের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে এবং শিক্ষাক্ষেত্রে অযাচিত প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ কাম্য নয়। নিজের জবানিতে উপন্যাসটি রচিত হলেও তৎকালীন শিক্ষকদের চরিত্র এ উপন্যাসে আড়ালে থাকেনি। প্রধান শিক্ষক নিজেকে ধুমপায়ী, ধৈর্য্যহীন, কম যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি, শিক্ষার প্রতি বিতৃষ্ণ কিন্তু চাকুরির জন্য পেশা টেনে নিয়ে যাওয়া, যাতে ক্লাস করাতে না হয় সেজন্য হেডমাস্টার হওয়া, তদবিরবাজ, সুযোগ সন্ধানী আবার একই সাথে শিক্ষার্থীদের প্রতি মানবিক প্রভৃতি চরিত্র ফুটে উঠেছে *মুদিরে মাদরেসে* উপন্যাসে। রাজনীতি ঠিক না হলে যে সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রের মত শিক্ষার মান ধীরে ধীরে নিম্নগামী হয় এবং অযোগ্যরা শিক্ষক হয়ে এমনকি প্রধান শিক্ষক হয়ে শিক্ষার উন্নতি তো করতে পারেনই না বরং নিজের চেয়ার ধরে রাখার জন্য উচ্চ মহলের সাথে লিয়াজো করে চলেন এক সময় সম্ভব না হলে ইস্তেফা দিয়ে চলে যান এ দিকটি মূখ্য হয়ে উঠেছে এ উপন্যাসে।

তথ্যসূত্র

[১] মোহাম্মদ আলী সেপানলু, *নাভিসান্দেগানে পিশরোয়ে ইরান* (মোয়াসসাসে এন্তেশারাতে নেগাহ, ফারভারদিন, পঞ্চম প্রকাশ, ১৩৭৩ ফারসি সাল), পৃ. ১০৮।

[২] মোহাম্মদ আলী জামালযাদেহ, *কেচ্ছে নেভেসি* (তেহরান: নাশরে এলম, ১৩৭৮ ফারসি সাল), পৃ. ৩৫০-৩৫১।

[৩] গোলাম রেজা পিরোজ, *কাশেভি দার অ'সার*, *আফকার ভা সাবকে নাভিশতারে জালাল আলে আহমদ* (তেহরান: এন্তেশারাতে হওজে হোনারিয়ে সাযেমানে তাবলিগাতে ইসলামি, চাপে আভভাল ১৩২৭ ফারসি সাল), পৃ. ২৭।

[৪] মিমনাত মির সাদেকি, *রোমানহায়ে মোয়াসেরে ফারসি* (তেহরান: এন্তাশারাতে নিলুফার, প্রথম প্রকাশ ১৩৭৯ ফারসি সাল), পৃ. ৬৯।

[৫] আলে আহমদ, জালাল, *মুদিরে মাদরেসে* (তেহরান: এন্তেশারাতে কেতাবে সা'দি, ১৩২৯ ফারসি সাল), পৃ. ৭।

[৬] তদেব, পৃ. ৮।

[৭] তদেব, পৃ. ৭।

[৮] তদেব।

[৯] তদেব, পৃ. ৮।

[১০] তদেব, পৃ. ৯।

[১১] তদেব, পৃ. ১০।

[১২] তদেব, পৃ. ১৫।